যুগান্তর

তারিখ ... 0 9 MAY 2007 ...
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদনপ্রাপ্ত প্যারামেডিকেল ইন্সটিটিউট বন্ধের সিদ্ধান্ত

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরিচালিত দেশের সব প্যারামেডিকেল ইন্সটিটিউট বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ কারণে দেশের আনাচে-কানাচে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠা ৭০টিরও বেশি প্যারামেডিকেল ইন্সটিটিউটের কার্যক্রম অচিরেই বন্ধ হয়ে যাবে। জানা গেছে, এখন থেকে স্বাস্থ্য অধিদফতরের অধীনে পরিচালিত সরকারি ৩টি ও বেসরকারি ২২টি প্যারামেডিকেল ইন্সটিটিউট ছাড়া অন্য কোন প্রতিষ্ঠান প্যারামেডিকস কোর্সে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করতে পারবে না।

মঙ্গলবার সচিবালয়ে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা প্রফেসর ডা. এএসএম মতিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয়ের এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আইন মন্ত্রণালয়ের পদস্থ কর্মকর্তারা এতে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে শিক্ষা সচিব, স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) রেজিস্ট্রার, আইন মন্ত্রণালয় ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উপস্থিত একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা যুগান্তরকে জানান, খুব শিগগিরই আইন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এ আদেশ বাস্তবায়ন করা হবে।

বিগত সরকারের আমলে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে তোলার নামে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড দেশব্যাপী কমপক্ষে ৭০টি ইন্সটিটিউটকে অনুমোদন দিয়েছিল। বর্তমানে সেসব প্রতিষ্ঠানে সর্বনিম্ন ৬ মাস থেকে সর্বোচ্চ ৩ বছর মেয়াদে শত শত ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে। তাদের কথা বিবেচনা করে স্বাস্থ্য অধিদফতর বিশেষ শর্তসাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করবে। তবে তা কোনভাবেই কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে নয়।

প্রথমেই তাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা অনুসরে রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ থেকে প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, দক্ষ প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি রয়েছে তা প্রমাণ করতে হবে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা যুগান্তরকে জানান, সরকারিভাবে ৩টি ও বেসরকারিভাবে ২২টি ইন্সটিটিউট পরিচালনা করতে গিয়ে তারা হিমশিম খাচ্ছেন। ছাত্রছাত্রীদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রায়শই দক্ষ প্রশিক্ষক খুঁজে পাওয়া যায় না। সেখানে গত সরকারের আমলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অবহিত না করেই কারিগরি শিক্ষা বোর্ড দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির দোহাই দিয়ে দেশের আনাচে-কানাচে কমপক্ষে ৭০টি প্যারামেডিকেল ইন্সটিটিউট খুলে বসে। প্রথম থেকেই স্বাস্থ্য অধিদফতর তাতে বাদ সেধে আসছিল। বিভিন্ন সময়ে তারা ওই ইন্সটিটিউটগুলোকে বেআইনিভাবে খোলা হয়েছে এবং বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি না হওয়ার জন্য সতর্ক করে আসছিল।